কালী ফিল্মসের—

শিল্পী-পরিচয়

রচয়িতা—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

গঙ্গারাম ··· সন্তোষ দাস

দারুকেশ্বর ··· শৈলেন চৌধুরী

ছিদাম মুদী উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নরহরি ···দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাখন ·· পুলিন অর্ণব

ফতু মিত্তির···সুরেন মুখোপাধ্যায়

হারু খুড়ো · কার্ত্তিক কুমার ঘোষ

সম্পাদক ···মনোমোহন ঘোষ

ভোটারগণ—সন্তোষ সাহা, বিশ্বনাথ ঘোষ, অনিল কুমার সিংহ, যতীন চৌধুরী, রণজিৎ কুমার রায়, সুকুমার মিত্র···ইত্যাদি।

কৌতুক চিত্রে—বীরেন ভদ্রের

পরিচালক—

জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

সংগঠনকারী—জে, এন্, ঘোষ
(স্বত্বাধিকারী—মেগাফোন কোং)

মাতঙ্গিনী ··শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী

মনোহরা ··· „ ফুল্লনলিনী

দিদিমা ··· „ কোহিনূরবালা

সংগঠনকারী

চিত্র-শিল্পী ...সুরেন দাস

শব্দযন্ত্রী ...জগদীশ বসু

সুর-শিল্পী ···জ্ঞান দত্ত

রসায়নাগারাধ্যক্ষ...কৃষ্ণ কিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ···বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায়

ভোট-ভণ্ডুল

করপোরেশনের ইলেকসন্—কল্‌কাতা সহর সরগরম হ'য়ে উঠেছে। মেয়েরাও ভোটের অধিকারিণী হ'য়ে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে ক্যান্‌ভ্যাস্ করে বেড়াচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ভোট প্রার্থী হচ্ছে শ্বশুর জামাই। স্বদেশীর যুগ—তাদের তরফ থেকে দাঁড় করানো হয়েছে এক মুদীকে। শ্বশুর গঙ্গারাম প্রথম চেষ্টা করলে, জামাই দারুকেশ্বরকে এ যুদ্ধ থেকে বিরত করতে, কিন্তু জবাব এলো পাল্‌টা। যুক্তিটা জামাইয়ের দিকেই একটু ভারী—সে শ্বশুরকে বোঝাতে চেষ্টা কর্লে, বেশী বয়সে এ সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে অশান্তি বাড়িয়ে তোলা কেন! তার চেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করে তৃতীয় ক্যাণ্ডিডেট ছিদাম মুদীকে একেবারে বসিয়ে দিলে যেমন হবে, বিজয়ের একটা আত্মপ্রসাদ তেমন হবে জামাই শ্বশুরের মধ্যে একটা মৈত্রীর দৃঢ়তা। কাউন্‌সিলারের সুখ সুবিধার প্রলোভন দুজনকেই মাতাল করে তুলেছিল—তাই নাম্‌লে তারা দুজনেই নিজ নিজ শক্তি পরীক্ষায়। নারী-প্রগতির তুমুল আন্দোলনে দেশময় জাগরণের যে ঢেউ চলছিল—ঘরে ঘরে তারই সাড়া দিয়ে স্ত্রী এসে স্বামীর পাশে দাঁড়াল। ঘর ছেড়ে আজ বাইরের কাজে তাদের উন্মাদনা। গঙ্গারামের স্ত্রী মাতঙ্গিনী মেতে উঠ্‌ল মেয়ে মহলে স্বামীর তরফে ক্যান্‌ভ্যাস্ কর্ত্তে—আর তারই মেয়ে মনোহরা, জামাই দারুকেশ্বরের কর্ম্মকুশলতা এবং তারুণ্যের দোহাই দিয়ে ভোটারদের হাত কর্‌তে লেগে গেল। মায়-ঝিয়ের ক্লান্তিহীন আনাগোনার অবসরে নিজ নিজ চেষ্টার সার্থকতার আশায়ই স্বামীকে তারা আশান্বিত করে তুল্‌ত। স্বার্থসিদ্ধির লোভে খবরের

কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুই তরফ থেকেই গালাগালি সুরু হল। দল পাকিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল নিয়ে যে যার জয়গান করে বেড়াতে লাগল। এটা সেটা নানা খরচের অছিলায় ক্যান্‌ভ্যাসারদের পকেট ভর্ত্তি হয়ে গেল। পোলিং ষ্টেশনে মা'র সঙ্গে মেয়ের হল ঝগড়া—হাতাহাতি হতে শেষে চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছিল। মা মারলে মেয়ের গালে চড় – রাগে—অপমানে মেয়ে দিল মায়ের নথ টেনে নাক ছিঁড়ে। হৈ হৈ রৈ রৈ! মা ও মেয়ে দুজনেই কাঁদতে বসল।

স্বদেশীওয়ালারা ছিল ছিদাম মুদীর পৃষ্ঠপোষক। ভোটের সভায় বক্তৃতা বন্ধ ক'রে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ঢুকে চীৎকার করে গোলমাল বাঁধিয়ে ছত্রভঙ্গ করে—আরও কত অভিনব উপায়ে বিপক্ষ দলের মুখ বন্ধ করে—ছিদাম মুদীর জয়-যাত্রা আরম্ভ হলো। শেষ পর্য্যন্ত ছিদামই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে বিজয়ী বীর বলে ঘোষিত হলো। ব্যর্থতার সমবেদনায় শ্বশুর গঙ্গারাম আর জামাই দারুকেশ্বরের মধ্যে লুপ্ত আত্মীয়তা আবার জেগে উঠ্‌ল। এছাড়া ভোট ব্যাপারে কত যে হাসি কৌতুকের বিষয় রয়েছে তার একটা নিছক প্রতিচ্ছবি আপনারা ছায়াচিত্রে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন।

ভোট-ভণ্ডুল

গীতাংশ

(১)

এই ইলেক্‌সনের রঙ্গ
যদি না থাকতো ভবে
দেখতো
কে এই সং গো ?
ইলেক্‌সনে সবার মিতে
বুক চাপড়ান পরের হিতে
আসল কাজে অষ্ট রম্ভা
পরে রণে ভঙ্গ !
এই বাজারে টাকার শ্রাদ্ধ
নেপোয় মারে দই ও খাদ্য
দেশের লোকে হেসে আকুল
দেখে এদের ঢং গো।

(২)

ওগো বাংলা দেশের মেয়ে
দেশের জন্য কার বল ত জল ঝরে চোখ বেয়ে ?
সবার দেখি শুষ্ক আঁখি,
সবাই দিতে চায় গো ফাঁকি
শুধু আছেন দারুক বাবু
মুখের দিকে চেয়ে !
(তোমাদের) মুখের দিকে চেয়ে !
মেয়েদের যত কষ্ট
জানিয়ে তারে দাও স্পষ্ট—
সবই তিনি ঘুচিয়ে দেবেন
কর্পোরেশনে যেয়ে।

(৩)

জয়তু গঙ্গারাম
জয়—জয়—জয় হে
এবার ভোটের যুদ্ধে দেখিব
তোমাকে ঠেকায় কে ?
জয়—জয়—জয় হে
মোটর করিয়া ভোটার আনিব
চড়াব জুড়ি ও গাড়ী
একটি ভোটের বিনিময়ে দোব
সন্দেশ হাঁড়ি হাঁড়ি
তোমারে না-চাবে কে ?
তোমারে নাচাবে কে ?
তব গানে আজ শহর মুখর
জয়—জয়—জয় হে !

(৪)

স্বদেশ মাতার দুঃখ বেদনা
ভুলাতে যে এল মরিয়া হ'য়ে
সে যে তব অতি আপনার জনা
বোঝ না কি এত দুঃখ স'য়ে ?
গঙ্গারাম সে ভগীরথ সম
বহাতে এসেছে সুখের নদী
নদী মরে যাবে—তোমরা তাঁহারে
একটিও ভোট না দাও যদি !
বুঝে সুঝে দিও বিচার করিও
দিয়ে যাও ভোট মায়ে ও পোয়ে।